লিপি
কলকাতা, রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭
Kolkata : Sunday : December 31, 2017
Arthik Lipi, Page 8

# মাঠ ভরাতে মেসেজ ঃ নির্দেশ মন্ত্রীদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** আগামী মঙ্গলবার বর্ধমানের মাটি উৎসবের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাটির উৎসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শনিবার এলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু-সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এদিন মাটি উৎসবের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিন মন্ত্রী-সহ জেলার প্রশাসনিক অধিকর্তারা। কৃষিমন্ত্রী জেলার দুই মন্ত্রীকে মাটি উৎসবে জনতার ভিড় কতটা থাকবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে দুই মন্ত্রী জানিয়ে দেন যে, মাঠ ভরাট করার ব্যাপারটা কোন বিষয় নয়। বর্ধমান সদর, বর্ধমান দক্ষিণ, মেমারি, খণ্ডঘোষ, বৈঁচি, ভাতার প্রভৃতি নিকটবর্তী ব্লক থেকে যারা আসবেন তাতেই মাঠ ভরে যাবে। ঐ সমস্ত ব্লকের নেতাদের কাছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডুকে মেসেজ করে লোক আনার জন্য নির্দেশ জারি করেন জেলার ২ মন্ত্রী মলয় ঘটক ও স্বপন দেবনাথ। স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন যে, মাঠ ভরাট এমনিতেই হয়ে যাবে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে এলাকার সমর্থক, কর্মী সবাই রাস্তায় নামবেন এবং তার বেশিরভাগ অংশটাই উৎসবের মাঠে জমায়েত হবেন। এদিন আরও জানা গিয়েছে যে, জেলার ১৫০ জন কৃষককে কৃষকরত্ন দেওয়া হবে। জেলার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ছাড়াও জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ১০৫টি স্টল বসবে। এছাড়াও মাটি উৎসবকে সফল করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে, শহরে প্রচার শুরু করেছে লোকশিল্পীরাও একটি ট্যাবলো প্রচারে বেরিয়েছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের উৎসবকে সফল করার জন্য আমরা জেলার প্রত্যেকেই জোরকদমে কাজ করে চলেছি। ইতিমধ্যে মাটি উৎসব প্রাঙ্গণে একটি হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন চলছে মহড়া। শোনা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টারে এই মাটি উৎসবে যোগদান করতে পারেন।

# কাটোয়ায় দেড় কোটি ব্যয়ে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** কাটোয়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নয়ণমুখী বহু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে কাটোয়া পুরসভা এলাকায় তৈরি হবে দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কাজ শুরু হয়ে যাবে আগামী সপ্তাহ থেকেই। শনিবার জানিয়ে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন ধরে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে টালবাহানার পরে চেয়ারম্যান পদে আসীন হন স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চেয়ারম্যান পদে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসীন হওয়ার পর থেকেই সমস্ত কাউন্সিলারদের নিয়ে বোর্ড মিটিং করে একগুচ্ছ উন্নয়ণমুখী প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শনিবার তিনি জানিয়েছেন যে, কাটোয়া পোরো এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন মিলেছে। ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের অধীনে এই দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ দিন জানিয়েছেন যে, দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর জন্য দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, পুরো এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরসভার পিছনে একটি বিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডে পুরসভার জায়গাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে। এছাড়াও আরেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে পুরো এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হ্রদের পাড়ে। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ভবন তৈরি করতে টাকা বরাদ্দ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা করে। এছাড়াও ওই ভবনকে সাজাতে এবং যন্ত্রপাতি কিনতে আরো ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শনিবার জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যে পূর্ত দফতরের বর্ধমান ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জমির বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী সপ্তাহ থেকেই কাটোয়া শহরে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যাবে। আরও জানা গিয়েছে যে, কাটোয়া শহরে পৌরসভা কংগ্রেসের দখলে থাকাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই সময়েও চেয়ারম্যান ও নায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এলাকার স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নতি করার জন্য পৌরসভার উদ্যোগে একটি বেসরকারি বিধানচন্দ্র রায় পলিক্লিনিক খুলে গরীব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যা কিনা আজও মানুষের কাছে অতি পরিচিত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য পরিচিত। শহরে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর খবরে খুশির হাওয়া বইছে কাটোয়া শহর জুড়ে।

# উন্নয়ণই প্রচারের শেষ কথা ঃ দেবু টুডু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** শনিবার কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাঁচবেরিয়া হাটতলা ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরকারের উন্নয়ণ প্রকল্পের প্রচারই হবে ভোটে জেতার মূল বিষয়। কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে যুবশ্রী, সবুজসাথী প্রভৃতি সরকারি প্রকল্পে সুযোগ এখনও যাদের কাছে পৌঁছায়নি তাদের কাছে এই প্রকল্পে সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার আবেদন রেখেছেন তিনি। তিনি আরো বলেন যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ক্রমেই বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে এর ফলে সাধারণ গরীব মানুষের যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্যের যা প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে না।

তিনি নোট বন্দি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। সিপিএম এবং বিজেপির উৎস এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এদিন। এদিকে সভায় উপস্থিত ছিলেন নরেশ চন্দ্র মন্ডল, সুব্রত মজুমদার, গৌতম ঘোষাল, নিতাই সুন্দর মুখোপাধ্যায়, জয়া মজুমদার প্রমুখ।

# বৈদুতিন যন্ত্রে নেই বোমা ঃ বম্বস্কোয়াড

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ** পরিত্যক্ত বৈদ্যুতিন যন্ত্রকে ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ালো আসানসোলের বার্নপুরে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসানসোলের বার্নপুরে পুরানো সিনেমাহলের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বৈদ্যুতিন যন্ত্র দেখতে পায় স্থানীয়রা। ব্যাগের মধ্য থেকে কিছুক্ষণ পর পর বিপ বিপ করে শব্দ বের হতে থাকে। তা দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় হীরাপুর থানায়। ঘটনাস্থলে আসে হীরাপুর থানার পুলিশ। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতে থাকে। খবর ছড়িয়ে পড়তে স্থানীয় মানুষ ভিড় জমাতে থাকে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। খবর দেওয়া হয় বম্বস্কোয়াডে। বম্বস্কোয়াডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ব্যাগটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বম্বস্কোয়াডের কর্মীরা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন, বৈদ্যুতিন যন্ত্রটির সাথে কোন বম্ব বা বিস্ফোরক নেই। শুক্রবার সন্ধ্যায় এধরণের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

# জেলা সংস্কৃত সম্মেলন টাউন হলে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** রবিবার বর্ধমান শহরের টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে বর্ধমান সংস্কৃত সম্মেলন। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা সংস্কৃত সম্মেলন এবং সংস্কৃত ভারতী। এই সংস্কৃত সম্মেলনে সর্বভারতীয় সম্পাদক সুবল সখা ব্রহ্মচারী জানিয়েছেন যে, দুপুরে সম্মেলন শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গোটা শহর পরিক্রমা করবে। বর্ধমান এই সর্বত্র সংস্কৃত ভাষার পুনর্জাগরণের জন্য এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা দাবি করেছেন। কমিটির অন্যতম আরেক সদস্য স্বামী শ্রেষ্টানন্দ জানিয়েছেন যে, এই বছর সংস্কৃতি সম্মেলনের পঞ্চম বর্ষ। সংস্কৃত ভাষা আমাদের কৃষ্টি। সংস্কৃত পড়ে যাতে মানুষ শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে পারে এবং ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানো যায় তার জন্যই এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। শুধু সংস্কৃত সম্মেলন করেই আমরা থেমে থাকি না সারা বছর ধরেই সংস্কৃত ভাষার নিঃশুল্ক শিবিরও আমরা করে থাকি। সারা রাজ্য থেকে কয়েক শত প্রতিনিধি সংস্কৃত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

## ফিরে দেখা ২০১৭

# মায়ের কোল নয় সদ্যজাতদের মিলেছিল ঝোপে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে ঘুম নয়। কারো মিলেছিল বাসস্ট্যান্ডের ঝোপ তো কারো মিলেছিল নালা। ২০১৭তে কাঁকসা-গলসিতে অস্বাভাবিক সংখ্যায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে মৃত কিম্বা জীবিত সদ্যজাতদের। বছরের প্রথম মাসের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন (২৫ জানুয়ারি) গলসির রেললাইনের পাশে এক ঝোপের ভিতর পাওয়া যায় এক জীবিত কন্যা কন্তান। কাঁটা দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল সেই সদ্যজাত কন্যা। মাস ফুরাতে না ফুরাতেই ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে বামুনাড়ার এক পুকুর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায় সদ্যজাত এক মৃত পুত্র সন্তান। ঠিক একমাস পরে (২০ মার্চ) পানাগড় রেলপাড়ের এক নালা থেকে পাওয়া যায় বস্তাবন্দি পচাগলা এক সদ্যজাত পুত্রসন্তানের দেহ। জুলাই মাসের ৩১ তারিখে বিরুডিহার খাটালের পাশে ঝোপ থেকে মেলে এক সদ্যজাত জীবিত পুত্রসন্তান। ৩১ আগস্ট ত্রিলোকচন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে মেলে এক সদ্যজাত কন্যাসন্তান। এভাবেই অবাঞ্ছিত সদ্যজাতরা মায়ের কোলের ওম নয় অবহেলা আর ঘৃণাসম্বল করে ঠাঁই পেয়েছিল কঠিন রুক্ষ জমিতে। ডিসেম্বর মাসেও অসহায় সদ্যজাত বস্তাবন্দি মেলে বুদবুদের মসজিদ পাড়ায়। মুখে কাপড় গোঁজা মৃত পুত্র সন্তান মেলে। গ্রেফতার হয় ঝোপে ফেলে দেওয়া সন্তানের বাবা-মা। তবে দূরদূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কৃষ আর তৃষার অন্নপ্রাশন নিয়ে মেতে ওঠে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল। নার্স আন্টি আর সুপার মামার কোলে চেপে ৯ জুন জীবনের প্রথম ভাত খায় কাঁকসা আর গলসিতে কুড়িয়ে পাওয়া সদ্যজাত কৃষ আর তৃষা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে মেতে ওঠে হাসপাতাল। তারপর দিন তারা চলে যায় হোমে। ২০১৭ সালের মতো কি ২০১৮ সালও সদ্যজাতদের পথে কুড়িয়ে পাওয়ার কাহিনীতে ভোরে থাকবে। নাকি প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে মায়ের কোলের ওম পাবে সদ্যজাতরা এই প্রশ্নই এখন কাঁকসা আর গলসির বুকে।

# উদয়ন কান্ডের ছায়া থেকে নাইন এমএম পিস্তল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** পরকিয়া প্রেমে মশগুল দুর্গাপুর আর তার জেরেই পরকালে ঠাঁই ২০১৭তে দেখে চমকে উঠেছে দুর্গাপুর। পরকিয়া প্রেমের জেরেই উদয়ন কান্ডের ছোঁয়া থেকে বাঙালির শারদীয়া উৎসবের দশমীতে নাইন এমএম পিস্তলের গুলির শব্দে শিহরিত হয়েছে শহর দুর্গাপুর থেকে কাঁকসা জঙ্গলমহল। বেনাচিতির উত্তরপল্লীতে তরুণ রায়ের বাড়িতে ভাড়া থাকতো পেশায় রাজমিস্ত্রী সুপুরুষ হায়দার আলি এবং তার সুন্দরী বৌ রিনা বেগম। দুই সন্তান তাদের। দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো দুর্গাপুরেও তখন সুদূর ছত্রিশগড়ের উদয়ন দাসের প্রেমিকা আর বাবা-মাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলার কাহিনী নিয়ে মশগুল। ঠিক সেইসময় (২৬ মে) দুর্গাপুর চমকে যায় দুর্গাপুরেই উদয়ন কান্ডের ছোঁয়া দেখে। হায়দার আলি তার স্ত্রী রিনা বেগমকে খুন করে বাড়ির মেঝেতে পুঁতে সিমেন্ট প্লাস্টার করে পালিয়ে যায়। আবার সেই তার বাড়ির মালিককে ফোন করে সবকিছু জানায়। পুলিশ বাড়ির মেঝে খুঁড়ে উদ্ধার করে রিনার দেহ। গ্রেফতার হয় হায়দার। রিনার পরিবারের অভিযোগ ছিল হায়দারের অন্য মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। দুর্গাপুরের বিদ্যাসাগর পল্লীতে পরকিয়া প্রেমের জেরে ২৬ জুন খুন হয়ে যায় দুই সন্তানের মা ঝুম্পা সাউ। তার প্রেমিক কৃষ্ণ বাউরি তাকে খুন করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তারা বিদ্যাসাগর পল্লীতে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। ঝুম্পার আসল স্বামী পেশায় কলমিস্ত্রী। স্বামীকে ওষুধ আনার কথা বলে সিটি সেন্টারের নিজের বাড়ি থেকে বের হয়। শারদিয়া উৎসবে মেতে ওঠা কাঁকসার জঙ্গলমহল চমকে ওঠে পরকিয়া প্রেমের জেরে খুনের কান্ডে। সরপির রিয়ার সাথে সাইকেল সারাই মিস্ত্রী চঞ্চল ঘোষের বিয়ে হয় বছর চার। রিয়া তার শ্বশুরকে নিয়ে বাপের বাড়ি যায়। বাড়িতে একাই থাকে চঞ্চল ঘোষ। দশমীর দিন সকালে (৩০ সেপ্টেম্বর) ঘুমন্ত অবস্থায় ঝন্টু মন্ডল এবং তার সঙ্গী চঞ্চল পান নাইন এম এম পিস্তল থেকে গুলি করে খুন করে চঞ্চল ঘোষকে। রিয়ার সাথে ঝন্টু মন্ডলের অবৈধ সম্পর্কের জেরেই খুন হয় চঞ্চল ঘোষ। গ্রেফতার হয় ৬ জন। পরকিয়া প্রেমের জেরে খুন হওয়ার ক্ষেত্রেও ২০১৭তে দুর্গাপুর অন্যান্য শহরকে টেক্কা দিয়েছে।

# বিষমদে মৃত্যুতে বছর শুরু শেষে মন্দিরের মাথা তোলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** নিরুত্তাপ গলসির বুকে ঝড় তোলে বিষমদ। সবে পথ চলা শুরু করেছে ২০১৭ সাল। দিন তিনেক পার হয়ে ৪ জানুয়ারি। সকালেই কান্নার রোল গলসির রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের রামগোপালপুর আর করকোনা গ্রামে। মদের নেশা করা ওদের অভ্যাস ছিল। আর সেইমতোই ওরা মদপান করেছিল আন্নার বেআইনি মদের দোকানে। জনা তিরিশ অসুস্থ হয়ে পড়ে মদপান করে। মৃত্যু হয় ৮ জনের। তখন সাবেক বর্ধমান জেলা ভাগ হয়নি। সাবেক বর্ধমান জেলার প্রশাসন চমকে ওঠে গলসির বুকে মদের বেআইনি কারবারের রকম দেখে। বিষমদে মারা যান সোনা বাউরি, কেষ্ট বাউরি, কেলো বাউরি, রবীন্দ্রনাথ দাস বৈরাগ্য, কেলে রুইদাস, সঞ্জয় রুইদাস, লাল্টু ঘোষ, হেপা বাউরি। বেআইনি মদের কারবারি আন্না বাউরি গ্রেফতার হয়। প্রতিটি পরিবার ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পায়। গোহগ্রামের গোপডালে দামোদরে স্নান করতে নেমে পাঁচ শিশু তলিয়ে যায়। তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও সৌভিক মন্ডল এবং অপর্ণা ঘোষ তলিয়ে যায় ৭ মে। পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

বালিমাফিয়াদের অবৈধভাবে বালি তোলার জেরেই দামোদরের বুকে গভীর খাদে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ২ বালক-বালিকার। নিরুত্তাপ গলসির বুকে আবার আলোড়ন ওঠে ২৪ অক্টোবর।

গলসির ভুরি পঞ্চায়েতের দামোদরের জুজুটি বাঁধে একশো দিনের কাজে মাটি খোঁড়ার কাজ চলছিল। বিনোদন পার্ক গড়ার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু হয় ৮ অক্টোবর। ফুট চারেক মাটি কাটতেই বার হয়ে পড়ে দু-দুইটি মন্দির মাটির তলা থেকে। প্রত্নতত্ব বিভাগের আধিকারিকরা এসে পরিদর্শন করেন সেই মন্দির। ইতিহাসের খোঁজের আশায় গলসির বাসিন্দারা।

# মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ঋণ প্রায় ১ কোটি ২০ হাজার টাকা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। পূর্বস্থলী ব্লকের ৩০টি মহিলাদের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হল, ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে চেক তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজার স্বপন রায়-সহ অনেকে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে ঋণের টাকা তুলে দিয়ে উদ্বোধন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন যে, এর আগেও মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে ১৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল তাদের লেনদেনের পরিমাণ আজ ২৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, আগামী দিনগুলোতে এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আরও কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পের জন্য আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলাদের মধ্যেও ঋণের বিষয়টি ভাবনা চিন্তার মধ্যে রয়েছে। যারা লোন পেয়েছেন তাদের মুখে হাসি ফুটেছে তাদের একটাই বক্তব্য, তারা বহুদিন ধরে আর্থিক কারণে কোনো রকম ব্যবসা করতে পারেনি এই টাকা পেয়ে তারা নিজেরা পায়ে দাঁড়িয়ে সংসারের হাল ধরবেন এবং ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরও জানা গিয়েছে যে, মন্তেশ্বর ব্লকের সম্পাদকের উদ্যোগে ৩০০ গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে ৩ হাজার মুরগির বাচ্চা বিলি করা হয়।

# রাস্তা নির্মাণে বোমাবাজি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** গলসির লোয়া-কৃষ্ণরামপুর পঞ্চায়েতের বরচাদরা গ্রামে পাকা রাস্তা নির্মাণ নিয়ে বোমাবাজি ঘটে। বোমাবাজির ঘটনায় বুদবুদ থানা গ্রেফতার করে ৫ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একশো দিনের বরচাদরা গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে সেখ কালোর সাথে সাইফুলের ঝগড়া শুরু হয়। অভিযোগ, এরপর শুরু হয় বোমাবাজি। অভিযোগ সেখ কালোর বাড়িতে বোমাবাজি হয়। বুদবুদ থানা ঘটনাস্থলে গিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। বোমাবাজির ঘটনায় আহত হয় ৪ জন। তাদের পুরশা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকার পরিস্থিতি শান্ত। পুলিশি টহল চলছে বলে জানা গিয়েছে।

# দুর্গাপুর বিজোনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বিজোন চন্ডিদাসে একটি গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার রাতে ফেটে যায়। বিকট আওয়াজে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রান্নাঘরে আগুন ধরে যায়। আগুনে রান্নাঘরের সাথে সাথে পুড়ে ছাই হয় গ্যারেজে থাকা একটি স্কুটার। দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে রান্নাঘরে বিস্ফোরণের পরে বাড়ির সবাই বেরিয়ে চলে আসার কারণে হতাহত কেউ হননি। চন্ডিদাস সেক্টর মার্কেটের কাছে ৭নং স্ট্রিটের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার একটি আবাসনে শুক্রবার রাতে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রবল শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এরপরেই আগুন ধরে যায় ওই আবাসনের রান্নাঘরে। আওয়াজ পেয়ে ওই পরিবার এবং প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর যায় দমকল দপ্তরে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায় প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায়। ততক্ষণে পুড়ে ছাই রান্নাঘরের সব এবং পাশেই গ্যারেজে থাকা একটি স্কুটার। কিভাবে এই সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটলো? দমকলের দাবি, রান্না করার পরে বন্ধ করেনি সিলিন্ডার। কোনভাবে গ্যাস লিক করেছে। আর সে কারণেই আগুন।

# সৌদি আরবে আটক স্বামী স্ত্রী দ্বারস্থ মহকুমা শাসকের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** পূর্ব বর্ধমান জেলার ও নদিয়া জেলা থেকে আরও কয়েকজন যুবক কাজের প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে কাজে গিয়ে বাড়ি ফিরছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ওইসব পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে যে, ওইসব যুবক আটক রয়েছে সৌদি আরবে। পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের শুলনটু গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল পাল নামে এক যুবক সৌদি আরবে আটক। স্বামীকে উদ্ধারের জন্যে স্ত্রী দ্বারস্থ হলেন কালনা মহকুমা শাসকের। অভিযোগ যে, বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অঙ্কের মাসিক বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক যুবকের খপ্পরে পড়ে বিদেশ পাড়ি দেন পূর্বস্থলীর শ্যামল পাল। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে দালাল মারফত সৌদি আরবে গিয়ে আর বাড়ি ফিরছে না। উদ্বিগ্ন পূর্বস্থলীর শ্যামলের পরিবার। আরও জানা গিয়েছে যে, তার সঙ্গী নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলার আরো ৮ যুবক সৌদি আরবে কাজের খোঁজ যায় কিন্তু কাজ করে বেতন পাঠানো তো দূরের কথা তাদের হদিশ মিলছে না বলে অভিযোগ। শনিবার শ্যামল পালের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে যে, তার স্ত্রী, মা কালনা মহকুমাশাসকের কাছে একটি আবেদনপত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে, তার স্বামী বিদেশে কাজ করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরছে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মামনি দেবী আরও জানিয়েছেন যে, আমার স্বামী শ্যামল পাল ড্রাইভারের কাজ জানত। বিদেশের মাটিতে কাজ করবে। প্রচুর টাকা ইনকাম করবে। এই স্বপ্ন ছিল তার, তাই গত ৫ মাস আগে তিনি নদীয়ার হাঁসখালি থানার মিন্টু মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদেশে পাড়ি দেন। আমার স্বামী ঐ মিন্টু মন্ডলকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিয়ে বিদেশে চাকরির জন্য যায়। সৌদি আরবে ড্রাইভারের কাজের আশ্বাস দিয়ে তাকে নিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, সৌদি আরবে গিয়ে তাকে ড্রাইভারের কাজ দেওয়া হয়নি। নিম্নমানের শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছিল। ঐ কাজ করতে না চাওয়া হলে আমার স্বামী-সহ ৮ জনকে মারধর করা হয়েছে এবং তাদের বাড়ি ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। ১ মাস আগে আমার স্বামী ফোনে ওই অত্যাচারের কথা আমাকে জানায় বাড়ি ফিরে আসান জন্য কাকুতি-মিনতি করেও তাকে বাড়িকেত ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এইকথা হাঁসখালির মিন্টু মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানানোর পরেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে চেয়ে মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছি। আশা করছি, প্রশাসনিক উদ্যোগে আমার স্বামী বাড়ি ফিরে আসবেন। এই প্রসঙ্গে মহকুমাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন যে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এইরকম ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলকোট ব্লকের কয়েকজন ও আউশগ্রামের কয়েকজন ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রায় আড়াই মাস পরে ভিন রাজ্য থেকে আউসগ্রামের দশ নাবালক শ্রমিককে ফিরিয়ে এনেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই দশ নাবালক বাড়ি ফিরে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। আউসগ্রাম থানার পুলিশের কাছে চির কৃতজ্ঞ এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ তৎপর না হলে ঐসব নাবালক বা কিশোররা আদৌ বাড়ি ফিরতেন কিনা এইসব প্রশ্ন উঠেছে এলাকার মানুষের কাছে।

# আন্তরিক মহিলা কমিটির কাবাডি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** সারা বাংলা কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কাঁকসা আন্তরিক মহিলা পুজো কমিটি কাঁকসা উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল মাঠে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার উপাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মোট ৮টি দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতা। সারা বাংলার বিখ্যাত কাবাডি দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, দুর্গাপুর মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা। উপস্থিত ছিলেন, গলসির বিধায়ক অলোক মাঝি এবং কাঁকসা থানার আইসি সন্দীপ চট্টরাজ। চন্দননগর, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, মধ্য কলকাতা, আয়কর দপ্তর, দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং হুগলি জেলা দলের মধ্যে এই পুরুষ কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মহিলা কাবাডি দলের মধ্যে খেলা দিয়ে উদ্বোধন হয় প্রতিযোগিতার। দর্শক সমাবেশ বেশ ভালোই হয়েছিল।

নলিনী নার্সিং হোম
পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি
ডাঃ কৌশিক কুণ্ডু
MBBS (KOL.), M.S. (G & O), Chennai.
Consultant Gynoecologist & Obstetruician.
Special Interest : Infertility.
প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy (মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।
Ph. No.- 03211-255013/ Mob.- 8926893081

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222